

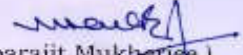
Dated: 12. 07. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 11.07. 2018, the news item is captioned ' নালায় জমছে পলি, অবহেলায় পড়ে সাফাই-যন্ত্র'.

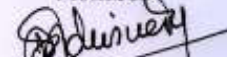
Commissioner, Kolkata Municipal Corporation is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 20<sup>th</sup> August, 2018.



( Justice Girish Chandra Gupta)  
Chairperson



(Napanarajit Mukherjee)  
Member



( M.S. Dwivedy )  
Member

*upload immediately*

Encl: News Item Dt.11.07.2018

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

SDB

# নালায় জমছে পলি, অবহেলায় পড়ে সাফাই-যন্ত্র

শুভাশিস ঘটক

জাননা নেই। তাই শোনা অকারণে  
নীচে কোম্পানির মতো পড়ে আছে  
'জি-সি-সি-সি' যন্ত্র। একটি-দুটি  
নই, প্রায় ১৫টা বন্দর এলাকার  
মৌমিনপুর পানিিং স্টেশনের পাশেই  
কোম্পার আড়ালে মুখ তুলিয়েছে লক্ষ  
লক্ষ টাকা মতের এই যন্ত্রগুলি।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে জানা  
গিয়েছে, সুখিম কোম্পানি নির্দেশ  
অনুযায়ী, ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা  
খোল্ড আবেই বন্দর নামের পরিষ্কার  
করা যাবে না। তার পরেই ২০১১-১২  
অর্থবর্ষে পুরসভা ১৫টি বন্দর জন্য  
৩০টি 'জি-সি-সি-সি' যন্ত্র কিনেছিল।  
পরে বাসে বাসে আরও ১১০টি যন্ত্র  
কেনা হয়। এক-একটি যন্ত্রের দাম  
প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। পুরসভার নিকাশি  
বিভাগের বরাদ্দ করা টাকাতোই কেনা  
হয় এই সময় যন্ত্র। সারা বছর এই  
যন্ত্র দিয়েই ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার পথ  
পরিষ্কার করার কথা।

কিন্তু নয় বছর বয়ের এলাকার  
১২ নম্বর ওয়ার্ডে মৌমিনপুর পানিিং  
স্টেশনের পিছনে ১৫টি যন্ত্র পড়ে  
রয়েছে ধীরে ধীরে অবহারা। আশপাশে  
জমছে আগাছা। এই বরোতেই স্বরং  
স্বয়মস্বী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি।  
সেবানকর তারি ৩৩৩৫ মুখাম্মীর  
বিশালসভা এলাকার। সাম্প্রতিক  
ভারী পৃষ্টিতে ফলময় হয়েছিল এই সব  
ওয়ার্ডের বিক্রীণ অংশ। এলাকাবাসীর  
অভিযোগ, বর্ষার আগে নিকাশি ট্রাক  
আর সাফাই না করার ফলেই এমন  
অবস্থা বর্ষার আগে পুরসভার বৈঠকে  
একই অভিযোগ আনিতেছিলেন  
গির্জা বন্দার চেয়ারম্যানরাও।

এই বর্ষার নয় বছর বয়ের বেশ  
কয়েকটি ওয়ার্ড বানড্রাসি হয়েছে। এক  
দিনের বৃষ্টিই জল সরাতে লেগে গিয়েছে  
সাত দিন। মৌমিনপুর শাওয়ার ৭৮ ও  
৭৯ নম্বর ওয়ার্ডের বর্ড অংশে দিন  
নাড়েক জল রুমে ছিল। পরে পাশের  
বসিন্দে জল সরানো হয়। এই সব  
এলাকার নিকাশি নালা পলিতে বন্ধ  
হয়ে যাওয়ার কারণেই জন সুরেনি  
বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।  
সে ক্ষেত্রে নিকাশি নালা সাকফিয়ার  
যন্ত্র পাশে হাউসে কেন বেশে পেওয়া  
হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই  
যন্ত্রগুলি নালা পরিষ্কারে সিক মধ্যে  
সাবহার করা হয়নি বলেও অভিযোগ  
স্থানীয় বাসিন্দাদের।

নয় বছর বয়ের চেয়ারম্যান রতন  
মালাকার অবস্থা বিষয়টি এড়িয়ে  
গিয়েছেন। তিনি বলেন, "যন্ত্রের  
বিষয়টি সরাসরি নিকাশি দফতর  
কেনে। আমি কিছু বলতে পারব  
না।" পুরসভার এক ইঞ্জিনিয়ারের  
কথায়, "এই যন্ত্রগুলি চালাতে  
বিশেষ প্রশিক্ষণ না থাকলেও হলে,  
কেন যেগুলি ফেলে রাখা হয়েছে,  
তা আমার জানা নেই।" মেয়র  
পারিষদ (নিকাশি) ভারত নিয়ে  
বলেন, "এই সব যন্ত্র ভাঙাভাঙি  
রাস্তার নামানো হবে। মেয়র তেঁকে  
যন্ত্রগুলি কেনা হয়েছে। কিন্তু রাখার  
ভাঙ্গা নেই। সেই কারণেই পানিিং  
স্টেশনে রাখা হয়েছে।" জিহ্না বোলা  
অকারণে নীচে কোম্প-জরসে  
এই যন্ত্রগুলি পড়ে থাকলে খারাপ  
হয়ে যাবে না? তারকবাবু বলেন,  
"যন্ত্র ভাঙাভাঙি যন্ত্রগুলি কাজে  
নামবে। তেমন কিছু ক্ষতি হওয়ার  
আশঙ্কা নেই।"

স্বাধীনতার ঞাং

"Amalchazar Patrika"  
dated 11.07.18